তারিখ :-

মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় :- - ..... তারিখে দাখিলকৃত ঋণ গ্রহণ বিষয়ক আবেদনপত্র..... জামিনের দ্বারা।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো হইতেছে যে আমরা সর্বমোট মূল্য লোন.....

আপনার নামে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হ ইল।

পরিশোধের শর্তাবলী ঃ-

১) পরিশোধের সময়..... মাস।

২) সুদের হার ..... %

(মাসিক ..... % বার্ষিক..... %/)

৩) কিস্তির সংখ্যা.....

৪) প্রথম কিস্তির পরিশোধের তারিখ .....

৫) অগ্রিম প্রদানের খরচ .....।

ক) স্ট্যাম্প খরচ .....

খ) কাগজপত্রাদির খরচ .....

গ) অন্যান্য খরচ .....

ঘ) বাতিল করণের খরচ .....

৬) অন্যান্য খরচ.....
(উপরোক্ত সমস্ত খরচ খরচাদি সার্ভিস ট্যাক্সযুক্ত, রেজিস্ট্রেশন নম্বর.....)

উপরোক্ত ঋণ অত্র পত্রের সহিত সংযুক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে অনুমোদন বা মঞ্জুর করা হইল।

অত্র শর্তাবলীর ১০(দশ) দিনের জন্য বলবত রহিল।

অনুগ্রহ করিয়া যথা বিহিত স্বাক্ষর পূর্বক অত্র পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

হিন্দুজা লেল্যান্ড ফাইন্যান্স-এর পক্ষে ঃ-

....

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী ঋণগ্রহীতার গ্যারেন্টার-এর স্বাক্ষর।

:: শর্তাবলী ::

সংজ্ঞা অনুচ্ছেদ- ১

১.১)

ক) প্রথম তপশীল ও দ্বিতীয় তপশীল বলিতে চুক্তিপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় তপশীল বুঝানো হইতেছে।

খ) ‘ঋণ’ বলিতে ২.১ অনুচ্ছেদের এবং প্রথম তপশীলে বর্ণিত ঋণ বোযানো হইতেছে।

গ) ‘পরিশোধ’ বলিতে আসল ও সুদ এবং অন্যান্য খরচসহ ঋণ পরিশোধ বোঝানো হইতেছে।

ঘ) ‘অগ্রিম প্রদান’ বলিতে বিভিন্ন শর্তাবলী সাপেক্ষে অগ্রিম ঋণ পরিশোধ বোঝানো হইতেছে।

ঙ) ‘সম্পত্তি’ বিভিন্ন যানবাহন বা যন্ত্রপাতির কথা বোঝানো হইতেছে যাহা ক্রয় করিবার জন্য অত্র ঋণ গ্রহন করা হইয়াছে এবং যাহা ঋণ দ্বাতার নিকট জামিনবদ্ধ আছে।

চ) ‘সুদের হার’ বলিতে চুক্তিপত্রের ২.২ অনুচ্ছেদের বর্নিত সুদের হার বোঝানো হইতেছে।

ছ) ‘কিস্তি’ বলিতে চুক্তিপত্রের দ্বিতীয় তপশীলের বর্নিত মাসিক কিস্তি বোঝানো হইতেছে। যাহা সুদ ও আসলসহ পরিশোধের সময়কালে প্রদেয় হইবে।

জ) ‘পরবর্তী তারিখের চেক’ বলিতে বোঝানো হইবে সকল চেক ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতার পক্ষে লেখন করিয়াছেন, কিস্তি প্রদানের তারিখ অনুযায় প্রদেয় হইবার জন্য।

১.২ ‘ঋণ গ্রহীতা’ বলিতে ঋণ গ্রহীতা বোঝান হইতেছে।

১.৩ যে সকল সংজ্ঞা বর্নিত হইলনা তাহা জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট ১৮৯৭ অনুসারে বিবেচ্য হইবে।

১.৪ যে সকল সংজ্ঞা একবচন হিসাবে বর্নিত হইল তাহা বহু বচন হিসাবে বর্নিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২
ঋণ সুদের হার ইত্যাদি

২.১

ক) ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতার পক্ষে সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য যে ঋণ অনুমোদন করিলেন (বিভিন্ন শর্তাবলী সাপেক্ষে) তাহা প্রথম তপশিলে বর্নিত রহিল।

খ) ঋণ পরিশোধের সময় প্রথম তপশীলে বর্নিত রহিল, যখন অনুমোদনের তারিখ দ্বিতীয় তপশীলে বর্নিত রহিলেন।

২.২ সুদ -

সুদের হার প্রথম তপশীলে বর্নিত রহিল যাহা মাসিক হিসাবে বকেয়া রাশির উপর গণণা হইবে।। (বকেয়া রাশী বলিতে বকেয়া ঋণ, বকেয়া সুদ, অন্যান্য খরচাদি ইত্যাদি বোঝানো হইবে)।

২.৩ সুদ গণণা -

ক) প্রথম তপশীলে বর্নিত সুদের হার অপরিবর্তিত থাকিবে। সম্পূর্ণ ঋণ প্রদানের কালের জন্য, যদি না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা ইহাতে পরিবর্তন সাধন করে।

খ) ঋণ দাতাকে যদি কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারকে কোনরূপ অতিরিক্ত ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদান করিতে হয় তাহা ঋণ গ্রহীতা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে।

২.৪ ঋণ প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ :-

ঋণ গ্রহীতা, ঋণ দাতাকে ঋণ এর অর্থ প্রদানের বিষয় অবগত করিবেন। তবে, ঋণ দাতা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে পারেন।

২.৫ ঋণ প্রদানের ধরণ :-

চুক্তিপত্রের শর্তাবলী হিসাবে এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এর মাধ্যমে ঋণ এর অর্থ প্রদেয় হইবে, এবং উক্ত বিষয়ে খরচাদি ঋণ গ্রহীতা বহন করিবেন।

২.৬ ঋণ এর অর্থ প্রদানের শর্ত

চুক্তিপত্রের শর্তাবলী ব্যাতীত অন্যান্য শর্তাবলী থাকিলে তাহা ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতা পত্র মারফত জানাইবেন।

২.৭ হিসাব দাখিল

প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ ঋণ দাতা যখন গ্রহীতাকে উক্ত ঋণ বিষয়ক বিবরণ প্রদান করিবেন উক্ত বিবরণ গ্রহন করিবার ১৫ দিনের মধ্যে কোনরূপ অসংগতি থাকিলে তাহা জানাইতে হইবে, অন্যথায় ইহা সঠিক বলিয়া গ্রহন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

২.৮ প্রসেসিং খরচ

প্রসেসিং খরচ ঋণ গ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে, যদি ঋণ গ্রহীতা উক্ত ঋণ গ্রহণে অস্বীকার করে শুধু মাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রসেসিং খরচ ফেরৎ যোগ্য হইবে, তবে ইহা যখন ঋণ অনুমোদনের পূর্বে পত্র মাধ্যমে জানাইতে হইবে।

২.৯ ঋণ পরিশোধ

ক) সুদসহ ঋণ পরিশোধ হইবে যা কিস্তির সংখ্যা প্রদানের তারিক এবং বিভিন্ন কিস্তিতে প্রদেয় অর্থে পরিমান দ্বিতীয় তপশীলে বর্নিত রহিল।

খ) সময় অত্র চুক্তিপত্রের মূল বিষয় বস্তুযাহা ঋণ গ্রহীতা মানিয়া লইবেন।

গ) কিস্তি প্রদানের নির্দ্দিষ্ট তারিখে শুরু হইবে এবং ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকিবে, যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঋণ লওয়া হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ বিবাদ ইত্যাদি দেখা দিলে তাহাতে ঋণ দাতা দায়ি থাকিবেন না।

ঘ) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার কোনরূপ দাবী বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কোনরূপ পত্রাদি গ্রাহ্য হইবে না।

ঙ) ঋণ গ্রহীতা যদি যথাবিহিত সময় কিস্তি প্রদান না করিতে পারেন তাহা হইলে আবশ্যিকভাবে অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য হ ইবে যাহা প্রথম তপশীলে বর্নিত রহিল।

চ) কিস্তি অথবা সুদের হার বিষয়ক কোনরূপ বিবাদ হইলে কিস্তি আবশ্যিক প্রদেয় হইবে।

২.১০ কিস্তি প্রদানের ধরন

ক) গাড়ী, জিপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরবর্তী চেক অথবা ই.সি.এস. মাধ্যমে কিস্তি প্রদেয় হইবে। অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক, ডিমান্ড ড্রাফট, নগদ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বিতীয় তপশীলে বর্নিত সময় আবশ্যিক ভাবে প্রদেয় হইবে।

খ) পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক দাখিল করিবার সময় ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতাকে কোনরূপ পত্রাদি দিবেন না।

গ) যদি পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক ইত্যাদি কোনরূপভাবে হারাইয়া যায় অথবা ধ্বংস হইয়া যায় অথবা কোন স্বাক্ষরকারীর মৃত্যু হয় অথবা দেউলিয়া ঘোষণা হয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা উক্ত ঋণ পরিশোধের বিকল্প ব্যবস্থা করিবেন।

ঘ) যদি ঋণ দাতা উক্ত পরবর্তী তারিখের প্রদেয় চেক সমূহ যথা বিহিত সময়ের দাখিল করিতে না পারে তাহা হইলে ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থে উপর কোনরূপ পরিবর্তন আসেবে না।

ঙ) পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক সমূহ ব্যাঙ্কে দাখিল করিবার পর ফেরত হইলে ঋণ গ্রহীতাকে তাহার জন্য খরচ প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার দাখিল করিবার পর ফেরত হইলে তাহার জন্য ঋণ গ্রহীআ পুনরায় খরচ প্রদান করিবেন যাহা প্রথম তপশীলে বর্নিত রহিল।

চ) যে ক্ষেত্রে প্রবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক মারফত ঋণ পরিশোধ করা হইবে না, সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে প্রথম তপশীলে বর্নিত নির্দ্দিস্ট খরচ প্রদান করিতে হইবে।

ছ) ঋণ গ্রহীতাকে তপশীল ১-এ বর্নিত যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ বহন করিতে হইবে।

জ) প্রথম তপশীল ও ১ এ নং তপশীল বর্নিত খরচ খরচাদি পরিবর্তন যোগ্য যাহা ঋণ গ্রহীতাকে জানানো হইবে এবং ঋণ গ্রহীতা উক্ত পরিবর্তিত খরচ প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

২.১১ কিস্তির পরিবর্তন

ঋণ দাতা প্রয়োজনার্থে কিস্তির পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং ঋণ গ্রহীতা উক্ত পরিবর্তিত কিস্তি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

]

২.১২ ঋণ গ্রহীতার দায় ইত্যাদি

ঋণ গ্রহীতা কিস্তি সুদ সমূহ চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর অনুযায়ী যথাবিহিত মসয়ের অন্যান্য খরচ খরচাদি সহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ- ৩

নিরাপত্তা

৩.১ ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ অনুমোদন করিবার পর বিভিন্ন শর্তাবলীর সাপক্ষের ঋণ মাধ্যমে যে সম্পত্তি ক্রয় করা হইল তাহা ঋণ দাতার নিকট জামিনবদ্ধ রাখিতে রাজী ও সম্মত হইলেন।

৩.২ সম্পত্তির জামিন বদ্ধতার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দিন অথবা সম্পত্তি হস্তান্তরের দিন এই দুটির মধ্যে যেটি পুর্বে হইবে সেইদিন হইতে উক্ত সম্পত্তির জামনবদ্ধতা বলবত হইবে।

৩.৩ অত্রচুক্তিপত্র নিবাহের সময় যদি সম্পত্তি বা যানবাহনের বিস্তারিত বিবরণ অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের দিন অথবা যানবাহন রেজিষ্ট্রীর সাত দিন কাল সময়ের মধ্যে ঋণ দাতাকে লিখিতভাবে জানাইতে হবে।

৩.৪ ঋণ গ্রহীতা উক্তযানবাহন যথাবিহিত সময়কালের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দপ্তর মাধ্যমে তাহা রেজিষ্ট্রী করাইবেন।

৩.৫ অত্র চুক্তিপত্রে ঋণ গ্রহীতা সম্পত্তি সক বিষয় সমুহে অবগত আছেন।

৩.৬ ঋণ গ্রহীতা সুদ সহ মট ঋণ -এর পরিমানের উপর একটি প্রমেসারী নোট নির্বাহ করিয়াছেন।

৩.৭ ঋণ দাতার মত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা অপরাপর জামিন দাখিল করিতে বাধ্য ও বদ্ধ রহিলেন।

অনুচ্ছেদ - ৪
খরচের বন্টন

৪.১ ঋণ দাতা অত্রচুক্তিপত্রের বর্নিত খরচ খরচাদি নির্দ্দিস্ট উপায়ে বন্টন করিবার অধিকারী রহিলেন, যথা-

১) অগ্রীম প্রদানের প্রিমিয়াম

২) অন্যান্য খরচ খরচাদি।

৩) অন্যান্য খরচাদির উপর সুদ।

৪) সেবামূলক খরচ।

৫) ঋণ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ি সুদ এবং অতিরিকক্তসুদ।

৬) চুক্তিপত্রের শর্তনুযায়ী আসল পরিশোধের কিস্তি।

৭) অন্যান্য চুক্তিঅনুযায়ী বকেয়া যথা- টায়ার খরচা, বিমা খরচা ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ - ৫

সম্পত্তির মূল্যের ক্ষেত্র ঋণ গ্রহীতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ

৫.১ ঋণ এর অর্থ প্রদানের পূর্বে ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার প্রদত্ত অর্থের পরিমান লিখিত ভাবে জানাইবেন।

অনুচ্ছেদ - ৬

ঋণ -এর অর্থপ্রদানের শর্তাবলী

৬.১ নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে ঋণ দাতা ঋণ এর অর্থ প্রদান করিবেন। যথা-

ক) ঋণ গ্রহীতা যথাবিহিত জামিন দাখিল করিয়াছেন।

খ) ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে কোনরূপ অপরাপর একটি নাই।

গ) অপরাপর এমন কোনরূপ অবস্থা নাই, যাহাতে ঋণ গ্রহীতার পক্ষে শর্তাবলী মানিয়া চলিতে অসম্ভব হয়।

অনুচ্ছেদ -৭
ঋণ গ্রহীতার নিবেদন

৭.১ ঋণ গ্রহীতা অত্র চুক্তিপত্র নিবাহের ক্ষেত্রে আইনানুগভাবে সক্ষম এবং কোনভাবে অত্রচুক্তিপত্র নিবাহের আইনানুগ বা অন্য কোনরূপভাবে অপারগ নহেন।

৭.২ উক্ত সম্পত্তির উপর কোনভাবে লিয়েন নাই।

৭.৩ ঋণ গ্রহীতা অত্রচুক্তিপত্র নিবাবের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি ও দায় দায়ীত্ব সম্পাদন করিয়াছেন।

৭.৪ ঋণ গ্রহীতা ঘোষণা করিতেছেনযে এই চুক্তিপত্র বলবত থাকাকালিন উক্ত যানবাহন সর্ব সময়ে একজন বৈধ লাইসেন্সধারী ব্যাক্তির দ্বারা চালনা করা হইবে।

৭.৫ ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোনরূপ দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা চলিতেছে না।

অনুচ্ছেদ ঘোষণা -৮
৮.১ ঋণ গ্রহীতার ঘোষণা-

ক) ঋণ গ্রহীতা যাবতীয় ঋণ এর অর্থ যে প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা হ ইয়াছে সেই প্রয়োজনে ব্যবহার করিবেন, যাহা প্রথম তপশীলে বর্নিত রহিয়াছে।

খ) উক্ত চুক্তিপত্র সমাপণের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিলম্ব হইলে তাহা যথাবিহিত ভাবে জানাইবেন।

গ) উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইনকানুন যথাবিহিত মানিয়া চলিবেন।

ঘ) সম্পত্তির যথাবিহিত ইনস্যুরেন্স করাইবেন, সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে ঋণ দাতাকে জানাইবেন।

ঙ) অত্রচুক্তিপত্র যথাবিহিতভাবে চালুরাখিবার জন্যে যাবতীয় অনুমোদন লাইসেন্স ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন।

চ) ঋণ দাতার অনুমতি ব্যতিত উক্ত সম্পত্তির কোনরূপভাবে বিক্রয়, হস্তান্তর, লিজ দান, জামিনবদ্ধ ইত্যাদি করিবেন না, অন্যথায় ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে দায়ী হইবেন।

ছ) সম্পত্তি সর্বসময় যথাবিহিতভাবে দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

জ) ব্যাঙ্ক খাতায় যথাবিহিত রাশি- অর্থ জমা রাখিবেন, যাহাতে পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক সমূহ ফেরত না হয়।

ঝ) অন্যান্য ট্যাক্সাদি যথাবিহিত ভাবে প্রদান করিবেন।

ঞ) যদি সম্পত্তিটি একটি নতুন যানবাহন হয় তাহা হইলে মোটর ভেহিকলস এ্যাক্ট, ১৯৮৮ অনুসারে তাহার যথাবিহিত রেজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দায় বদ্ধতার কথা উল্লেখ থাকিবে।

ট) সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশনের একটি প্রতিলিপি ঋণ দাতার নিকট জমা হইবে

ঠ) সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন এর নকলের জন্য আবেদন করা যাইবে না।

ড) সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন চুরি হইলে বা হারাইয়া গেলে সম্পত্তির কোনরূপ চুরি বা ক্ষয়ক্ষতি হইলে উক্ত ঘটনা তিনদিনের মধ্যে অথবা ইনস্যুরেন্স অফিসে জানাইবার তিনদিনের মধ্যে লিখিতভাবে ঋণ দাতাকে জানাইতে হবে।

ঢ) সরকারী আধা সরকারী পরিবহন দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরে যথাবিহিত ট্যাক্স ও খরচ খরচাদি প্রদান করিতে হইবে এবং রসিদ ইত্যাদি ঋণ দাতাকে দাখিল করিতে হইবে।

ণ) সম্পত্তির কোনরূপ হস্তান্তর হইলে ঋণ গ্রহীতা ভারতীয় দন্ডবিধি বিভিন্নধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইবেন, এবং ঋণ দাতা যাবতীয় আইনানুগ ব্যবস্থা লইতে পারিবেন।

ত) ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতার যাবতীয় শর্তাবলী সর্ম্পকে অবগত আছেন।

থ) ঋণ গ্রহীতা উক্তঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কোনরূপ স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ মুদ্রা ইত্যাদি ক্রয় করিতে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

অনুচ্ছেদ- ৯
সম্পত্তির মূল্যে পরিবর্তন

৯.১ যদি সম্পত্তির মূল্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পরবর্তীকালে বর্ধিত হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত অর্থঋণ গ্রহীতাকে প্রদান করিতে হবে, ঋণ দাতা কোনভাবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবে না, এক্ষেত্রে ঋণ দাতা উক্তচুক্তিপত্র বাতিল করিয়া বিক্রেতা বা উৎপাদক-এর নিকট হইতে বুকিং বাবদ প্রদেয় অর্থ ফেরত লইতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ- ১০
সম্পত্তির হস্তান্তর

১০.১ ঋণ গ্রহীতা সম্পত্তির উৎপাদক বা বিক্রেতার নিকট হইতে সম্পত্তির হস্তান্তর লইতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাহার গুনগত মান ইত্যাদি যাচাই করিবার দায় ঋণ গ্রহীতার থাকিবে।

১০.২ উৎপাদক বা বিক্রেতার নিকট হইতে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিলম্ব হইলে ঋণ দাতা কোনভাবে দায়ী থাকিবেন না এবং নির্ধারিত কিস্তি সমূহ যথাবিহিত সময়ে প্রদেয় হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১১
ব্যবহার

১১.১ ঋণ গ্রহীতা অথবা তাহার ব্যক্তিবর্গ এমন কোনভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না যাহাতে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহার বিবিধ আইনমোতাবেক অবৈধ বলিয়া গণ্য হয় এবং ইনস্যুরেন্স অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়।

অনুচ্ছেদ - ১২
ইনস্যুরেন্স রক্ষণাবেক্ষণ

১২.১ অত্র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর হইতে ঋণ গ্রহীতা সম্পত্তিটি বিবিধ ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স করাইবেন এবং যথাবিহিত রক্ষনাবেক্ষন করিবেন।

১২.২ ঋণ গ্রহীতা এমনকোন ভাবে সম্পত্তিটি ব্যবহার করিবে না যাহাতে ইনস্যুরেন্সটই পলিসিটি অবৈধ এবং ব্যতিল বলিয়া গণ্য হয়।

১২.৩ ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার দ্বারা প্রদত্ত পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির ইনস্যুরেন্স করাইতে পারিবেন।

১২.৪ দূঘটনা বা ইত্যাদি কারণে সম্পত্তি কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে ঋণ গ্রহীতা উক্তসম্পত্তি মেরামত ইত্যাদি করিবেন এবং বিল ইত্যাদি ইনস্যুরেন্স অফিসে পেশ করিয়া তাহার আদায় করিবেন।

অনুচ্ছেদ - ১৩
অক্ষমতা

১৩.১ কিস্তি প্রদানের তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর যদি ঋণগ্রহিতা কিস্তি প্রদান করিতে না পারেন তাহা হইলে উক্ত কিস্তি অনাদায়ী ধরা হইবে।

১৩.২ যদি ঋণগ্রহিতার মৃত্যু হয় অথবা আদালত কতৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার জন্য আবেদন করেন।

১৩.৩ ঋণগ্রহিতা কোন ফার্ম বা কর্পোরেট বডি হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহিতা হয়।

১৩.৪ যদি ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় অভিপ্রেত হয়।

১৩.৫ যদি ঋণগ্রহিতা ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম প্রদানে অ-সমর্থ হয়।

১৩.৬ যদি ঋণগ্রহিতাট্যাক্স ইত্যাদি প্রদানে ব্যার্থ হয়।

১৩.৭ যদি জামিনবদ্ধ সম্পত্তি চুরি বা নিখোঁজ হয়।

১৩.৮ যদি সম্পত্তি ব্যাপক আকারে ক্ষতি হয়।

১৩.৯ যদি পরবর্তী তারিখে প্রদেয় চেক দাখিলের পরে ফেরত হয়।

১৩.১০ যদি ঋণগ্রহিতা ব্যাঙ্কের উপর অর্থ পরদানে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

১৩.১১ যদি ঋণগ্রহিতা সার্টিফিকেট অফ রেজিষ্ট্রশন দাখিল করিতে ব্যার্থ হয়।

১৩.১২ যদি ঋণগ্রহিতা সম্পত্তি বিস্তারে দাখিলে ব্যার্থ হয়।

১৩.১৩ যদি ঋণগ্রহিতা চুক্তিপত্রের কোন শর্তাবলী ভঙ্গ করেন।

১৩.১৪ অপরাপর কোন কারণ যাহাতে ঋণ দাতার বিবেচনা অনুযায়ী তাহার স্বার্থে পরিপন্থী ।

১৩১৫ যদি ঋণগ্রহিতা দেউলিয়া বলে ঘোষিতা হয়।

১৩.১৬ এমন কোন কার্য্যবিধি যাহাতে অপরাপর কোন চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে ঋণগ্রহিতার পক্ষে শর্তাবলীর যথাবিহিত পালন না হওয়া।

১৪ অনুচ্ছেদ ঋণদাতার অধিকার

১ অপরিবর্নিত কোনরূপ শর্তাবলী যদি বিঘ্নিত হয় তাহা হইলে নোটিশ প্রদানের ১০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহিতা নিম্নলিখিত খরচ খরচাদি প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

ক) বকেয়া কিস্তির

খ) পরবর্তী কালে প্রদেয় কিস্তি সমূহ।

গ) প্রথম তপশীলে বর্নিত সুদের হার মোতাবেক বকেয়া রাশির উপর অতিরিক্ত সুদ।

ঘ) অপরাপর বকেয়া খরচা সমূহ যথা ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম ট্যাক্সাদি ইত্যাদি।

২ যদি ঋণগ্রহিতা সম্পত্তিটি কোনরূপ বে-আইনি প্রয়োজনে ব্যবহার করেন অথবা কোনরূপভাবে ইহাকে লোক চক্ষুর আড়ালে রাখেন তাহা হইলে ঋণদাতা কোনরূপ সূচনা ব্যতীত উক্ত সম্পত্তি বজেয়াপ্ত করিতে পারেন।

১৪.২ যদি ঋণগ্রহিতা উক্ত সূচনা শর্ত সমূহ যথা বিহিত পালন না করেন তাহা হইলে ঋণগ্রহিতা উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং যে স্থানে সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই স্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক বিনা বাধায় উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের পর উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের কাগজপত্রাদি ঋণগ্রহিতা কে প্রদান করিয়া ১০ দিল কাল সময়ের মধ্যে তাহা মিমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মূল্য দলিল দস্তাবেজ ঋণদাতাকে প্রদানকরিতে বাধ্য করিতে থাকিবেন, অন্যথায় ঋণদাতা আইনানুগ ব্যবস্থা লইবেন।

১৪.৩ এক্ষেত্রে সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে ঋণদাতা অথবা তাহার দ্বারা নিযুক্তব্যাক্তি সকল কোনরূপ দায়ী থাকিবেন না।

১৪.৪ যদি ঋণগ্রহিতা ঋণ বাবদ বকেয়ার সমস্ত অর্থ সুদসহ ফেরত করেন তাহা হইলে ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করিবেন। এবং সেক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করণ পুণঃ হস্তান্তর,গ্যারেজ ভাড়া ইত্যাদি ঋণগ্রহিতা বহন করিতে বাধ্য ও বদ্ধ থাকিবে।

১৪.৫ যদি ঋণগ্রহিতা অর্থ পরিশোধে ব্যার্থ হন তাহা হহলে ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তি নিলাম অথবা অন্য কোন উপায়ে বিক্রয় করিবেন তাহাতে ঋণগ্রহিতার কোনরূপ ওজর আপত্তি চলিবে না।

১৪.৬ যদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যথাযথ না হয় তাহা হইলে ঋণগ্রহিতা বক্রী অর্থ ঋণদাতাকে প্রদান করিতে বাধ্য ও বদ্ধ থাকিবে।

১৪.৭ ঋণগ্রহিতা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ ওজর আপত্তি করিবে না।

১৪.৮ ঋণদাতা ঋণগ্রহিতার নিকট হইতে সম্পত্তি অধিগ্রহন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ, গ্যারেজ ভাড়া, ইনস্যুরেন্স, বিক্রয় খরচ ইত্যাদি যাবতীয় কিছু আদায় করিবেন।

১৪.৯ ভারতীয় চুক্তি আইনে ১৫১ ধারা মোতাবেক ঋনদাতা অথবা তাহার ব্যাক্তিবর্গ দায়বদ্ধ সম্পত্তি কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকিবেন না।

অনুচ্ছেদ- ১৫
গ্যারান্টি

১৫.১ ঋণদাতা প্রয়োজন মনে করিলে ঋণগ্রহিতা কোন তৃতীয়পক্ষ দ্বারা নিবাহিত গ্যারানটি দাখিল করিবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৬
অগ্রীম প্রদান

১৬.১ যদি ঋণগ্রহিতা দ্বিতীয় তপশীল মোতাবেক উক্ত ঋণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পরিশাধের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে সেই সংক্রান্ত অতিরিক্ত খরচ খরচাদি ঋণগ্রহিতা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ -১৭
ব্যবস্থাপনা

১৭.১ ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিক্রয় করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইতেছেন। এবং উক্ত বিষয়ে ঋণগ্রহিতা সম্পূর্ণভাবে বাধ্য ও বদ্ধ থাকিবেন। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়লবদ্ধ অর্থ মোট বকেয়া ঋণের পরিমান হইতে কম হইলে বক্রী অর্থ ঋণগ্রহিতা ঋণদাতাকে প্রদান করিতে বাধ্য ও বদ্ধ থাকিবে।

অনুচ্ছেদ - ১৮
ঋণদাতার দ্বারা প্রতিনিভী নিযুক্তকরণ

১৮.১ ঋণদাতা প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন ব্যাক্তি, ব্যাক্তিসমূহ - সংস্থাকে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং উক্ত প্রতিনিধি ঋণদাতার পক্ষে ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী চালাইতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ - ১৯
কাটাকাটি ও লিয়েন

১৯.১ অত্র চুক্তিপত্রের ঋণদাতা ঋণগ্রহিতার সম্পত্তির উপর লিয়েন আছে এবং ঋণদাতার ক্ষমতার সাপক্ষে তাহার প্রাপ্ত অর্থ ঋণগ্রহিতার অপরাপর সম্পত্তির সঙ্গে কাটাকাটি বা সেট-আপের অধিকারী।

১৯.২ যদি ঋণগ্রহিতা কিস্তি বা অন্যান্য খরচ প্রদানে ব্যার্থ হন তাহা হইলে ঋণদাতা উক্ত বকেয়া অর্থ তাহার অন্যান্য অর্থের সঙ্গে কাটাকাটি বা সেট-আপ করিবার অধিকারী।

অনুচছেদ- ২০
সূচনা

২০.১ ঋণদাতার কোন নিযুক্ত ব্যাক্তির দ্বারা ঋণ বাবদ বকেয়া অর্থ লিখিত কোন সূচনা বা নোটিশ উহার চুড়ান্ত দলিল হিসাবে গ্রাহ্য হইবে।

২০.২ ঋণগ্রহিতার ঠীকানা পরিবর্তিত হইলে তাহা ৭ দিন কাল সময়ের মধ্যে ঋণদাতাকে জানাইতে হবে। রেজিস্ট্রার পোষ্ট অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ঋণগ্রহিতাকে সূচনা বা নোটিশ পাঠানো হইলে ৪৮ ঘনট সময়কাল যথাবিহিত অতিবাহিত হইলে উহার প্রাপ্তি স্বীকার হইয়াছে বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

২০.৩ সমস্ত চিঠিপত্রাদিতে চুক্তি সংখ্যা লিখিত হইবে।

২০.৪ ঋণদাতাকে চিঠিপত্রাদি প্রেরণ করা হইলে চুক্তিপত্র লিখিত নির্দ্দিষ্ট তাহা প্রেরণ করা হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২১
আংশিক অসমর্থতা

২১.১ অর্ত চুক্তিপত্রের কোন অংশ যদি আইন মোতাবেক অসমর্থ বা অগ্রাহ্য হিসাবে গণ্য হয় তাহা হইলে চুক্তিপত্রের অপরাপর অংশ আইন মোতাবেক বৈধ ও গ্রাহ্য থাকিবে।

অনুচ্ছেদ -২২
আইনগত ব্যবস্থা ও মধ্যস্থতা

২২.১

ক) যে কোন ধরণের দন্দ বা বিবাদ অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর সাপক্ষে দেখা দিলে তাহা ১৯৯৬ সালের আর.বি.টেশন.এন্ড কনসিলিয়েশান এ্যাক্ট মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে

এবং উক্ত নিষ্পত্তি একজন মধ্যস্থতাদির দ্বারা হইবে। যে ঋণদাতার দ্বারা নিযুক্ত হইবে। উক্ত মধ্যস্থতাকারী যে মধ্যস্ততা করিবেন তাহা উভয়পক্ষ মানিতে বাধ্য বা বদ্ধ থাকিবেন।

খ) উক্ত মধ্যস্থতা চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) উক্ত মধ্যস্থকারী দায়বদ্ধ সম্পত্তির ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য জামিনের ক্ষেত্রে রায় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ - ২৩
চুক্তিপত্র

২৩.১ চুক্তিপত্র বলিতে প্রথম তপশীল ও দ্বিতীয় তপশীল সহ সম্পূর্ণ চুক্তিপত্র ও তৎসংলগ্ন যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ গ্রাহ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২৪
ঋণদাতার ঘোষণা

২৪.১ এই মর্মে ঋণদাতা ঘোষণা করিতেছেন যে, ঋণগ্রহিতা সর্ম্পকে যাবতীয় অনুসন্ধান ঋণদাতা করিবেন এবং সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতা কোনরূপ ওজর আপত্তি করিবে না।

অনুচ্ছেদ ২৫
শর্ত ও সমাপ্তি

২৫.১ অত্রচুক্তিপত্র নির্বাহের তারিখ হইতে বলবত হইয়া উক্ত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশৌধের সমাপ্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২৬
বিবিধ

২৬.১ সমস্তরকম চিঠিপত্রাদি ইংরাজী ভাষায় লিকিত হইল

২৬.২ সংশোধনী- ২নং অনুচ্ছেদের ২.৩ ক্রমিক সংখ্যা ও ২.১১ ক্রমিক সংখ্যা ব্যাতীত অপরাপর কোন সংশোধনী হইবে না।

২৬.৩ অত্র চুক্তিপত্রের যাবতীয় শর্তাবলীর মায় অপরাপর প্রযোজ্য আইনের ধারা মোতাবেক অত্র চুক্তিপত্রের উভয়পক্ষ বাধ্য ও বদ্ধ থাকিবেন।

২৬.৪ অত্র চুক্তিপত্রের দ্বারা উধয়পক্ষ উপযোগি সুবিধা ভোগ করিবেন।

২৬.৫ অত্র চুক্তিপত্রের কোন শর্তাবলীর প্রয়োগে বিলম্ব হইলে অথবা ভুল বশতঃ প্রয়োগ না হইলে ঋণদাতা ভবিষ্যতে কোন রূপ অসুবিধা ভোগ করিবেন না। এবং শর্ত সমূহ যতাবিহিত বলবৎ থাকিবে।

২৬.৬ অত্র চুক্তিপত্রের ঋনগ্রহিতা দায় যৌথ ও একক ভাবে বলবৎ থাকিবে।

অনুচ্ছেদ -২৭ গ্রহণযোগ্যতা

২৭.১ ঋণগ্রহিতা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছে যে অত্রচুক্তিপত্রে যাবতীয় বিষয় তপশীলসহ যথাবিহিত অবগত হইলেন।

২৭.২ অত্র চুক্তিপত্রের যাবতীয় বিষয় অন্যান্য কাজগপত্রাদি সহ তাহকে যথাবিহত অবগত করা হইয়াছে।

২৭.৩ অত্র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরপূর্ব্বক আইনগত বাধ্য বাধকতা সৃস্টি হইয়াছে।

********** .....**********